ইসলামী কার্যক্রমের অনন্য বৈশিষ্ট

(বাংলা-bengali-البنغالية)

চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿مميزات العمل الإسلامي الهادف﴾

(باللغة البنغالية)

أبو الكلام أزاد

2009 - 1430

islamhouse.com

ইসলামী কার্যক্রমের অনন্য বৈশিষ্ট

ইসলাম তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম দুনিয়ার এক বিরাট সংস্কারমূলক কার্যক্রম। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লাহ-প্রেরিত নবীগণ এই একই কার্যক্রমের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। এ কেবল একটি আধ্যাত্মিক কার্যক্রমই নয়, বরং এটি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত এক অভূতপূর্ব সংস্কার কার্যক্রম। এটি একাধারে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বৈশিষ্টের অধিকারী একটি ব্যাপক ও সর্বাত্মক কার্যক্রম। মানব জীবনের কোন দিকই এ কার্যক্রমের গণ্ডী-বহির্ভূত নয়।

ইসলামী কার্যক্রমের গুরুত্ব

দুনিয়ার সংস্কারমূলক বা বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম বহুবারই দানা বেধে উঠেছে;কিন্তু ইসলামী কার্যক্রম তার নিজস্ব ব্যাপকতা এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের দরুণ অন্যান্য সকল কার্যক্রমের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ কার্যক্রমের সাথে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটলেই লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে : কিভাবে এ কার্যক্রম উত্থিত হয়েছিল? এর প্রবর্তক কিভাবে একে পেশ করেছিলেন এবং তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া গেলে শুধু ঐতিহাসিক কৌতূহলই নিবৃত হয় না, বরং এর ফলে আমাদের মানস পটে এমন একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ছবি ভেসে উঠে, যা আজকের দিনেও মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম। এখানেই ইসলামী কার্যক্রমের আসল গুরুত্ব নিহিত।

এ কার্যক্রম যেমন মানুষকে তার প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সঠিক তাৎপর্য বাতলে দেয়, তেমনি তার মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বও সবার সামনে উন্মোচন করে দেয়। ফলে প্রতিটি জটিল ও দুঃসমাধেয় সমস্যা থেকেই মানুষ চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারে। বস্তুত ইসলামী কার্যক্রমের এসব বৈশিষ্ট্য একে ঘনিষ্ট আলোকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করবার এবং এর সর্ম্পকে উত্থাপিত দাবিগুলোর সত্যতা নিরুপণের জন্যে প্রতিটি কৌতূহলী মনকে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলামী কার্যক্রমকে জানবার ও বুঝবার জন্যে এ পর্যন্ত অনেক বই-পুস্তকই লেখা হয়েছে এবং আগামীতেও লেখা হতে থাকবে। এসব বই-পুস্তকের সাহায্যে ইসলামী কার্যক্রম সর্ম্পকে বেশ পরিষ্কার একটি ধারণাও করা চলে, সন্দেহ নেই। কিন্ত প্রদীপ থেকে যেমন আলোকরশ্মি এবং ফুল থেকে খোশবুকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তেমনি এ জন্যেই যখন ইসলামী কার্যক্রমের কথা উঠে, তখন মানুষ স্বভাবতই এর আহ্বায়ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবনচরিত এবং এর প্রধান উৎস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠে। এ ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক।

ইসলামী কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের নৈতিক জীবনের সংশোধন, তার ক্ষতিকর বৃত্তিগুলোর অপনোদন এবং জীবনকে সঠিকভাবে কামিয়াব করে তুলবার উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি উপস্থাপনই হচ্ছে মানবতার প্রতি সবচেয়ে পবিত্র এবং এটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে সেরা খেদমত। এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ পথে কাজ করে গেছেন। কিন্তু এ ধরনের সংস্কারমূলক কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁরা মানব জীবনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রকেই শুধু বেছে নিয়েছেন এবং তার আওতাধীনে থেকেই যতদূর সম্ভব

কাজ করে গেছেন। কেউ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিককে নিজের কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের মধ্যে। কিন্তু মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুষম পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন এমন পূর্ণাঙ্গ সংস্কারবাদী একমাত্র খোদা-প্রেরিত নবীগণকেই বলা যেতে পারে।

মানব জাতির প্রতি বিশ্বস্রষ্টার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, তার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ও জীবন-চরিতকে তিনি অতুলনীয়ভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন। বস্তুত এই মহামানবের জীবনী এমন নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনী কিংবা কোন ঐতিহাসিক দলিলের লিপিবদ্ধকরণেই এতখানি সতর্কতা অবলম্বনের দাবি করা যেতে পারে না। পরন্ত ব্যাপকতার দিক দিয়ে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, জীবন-ধারা, আকার-আকৃতি, উঠা-বসা, চলন-বলন, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, এমনকি খাওয়া পরা, শয়ন-জাগরণ এবং হাসি-তামাসার ন্যায় সামান্য বিষয়গুলো পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। মোটকথা, আজ থেকে মাত্র কয়েক শো বছর আগেকার বিশিষ্ট লোকদের সম্পর্কেও যে খুঁটিনাটি তথ্য জানা সম্ভবপর নয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও সেগুলো নির্ভুলভবে জানা যেতে পারে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন-চরিত পর্যালোচনা করার আগে এর আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তা এই যে, কোন কাজটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা কেবল সেই কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুধাবণ করা চলে। কারণ প্রায়শই দেখা যায় যে, অনুকূল পরিবেশে যে সব কার্যক্রম দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে, প্রতিকূল পরিবেশে সেগুলোই আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই সাধারণ কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্যে আগে থেকেই লোকদের ভেতর যথারীতি প্রস্তুতি চলতে থাকে। অত:পর কোন দিক থেকে হঠাৎ কেউ কার্যক্রম শুরু করলেই লোকেরা স্বত:স্ফূর্তভাবে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকে এবং এর ফলে কার্যক্রমও স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুনিয়ার আজাদী কার্যক্রমগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ স্বভাবতই বিদেশী শাসকদের জুলুম-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনে মনে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে থাকে। অত:পর কোন সাহসী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যভাবে আজাদীর দাবি উত্থাপন করে, তাহলে বিপদ-মুসিবতের ভয়ে মুষ্টিমেয় লোক তার সহগামী হলেও দেশের সাধারণ মানুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারে না। অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলোর অবস্থাও ঠিক এইরূপ। ক্রমাগত দু:খ-ক্লেশ এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের শোষণ-পীড়নে লোকেরা স্বভাবই এরূপ কার্যক্রমের জন্যে প্রস্তত হতে থাকে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সংশোধন এবং মানুষের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের নামে দেশের কোথাও যদি কোনো বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে লোকেরা স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিপরীত -সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে উত্থিত একটি কার্যক্রমের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোনো উগ্র মূর্তিপূজারী জাতির সামনে কোনো ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজাকে নেহাত একটি অনর্থক ও বাজে কাজ বলে ঘোষণা করে, তাহলে তার ওপর কী বিপদ-মুসিবত নেমে আসতে পারে, একটু ভেবে দেখা দরকার।

বস্তুত ইসলামী কার্যক্রমের আহ্বায়ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতিকূল পরিবেশে তার কাজ শুরু করেছিলেন, তা স্পষ্টত সামনে না থাকলে তার কাজের গুরুত্ব এবং তার বিশালতা উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। এ কারণেই তার জীবনচরিত আলোচনার সাথে সাথে তৎকালীন আরব জাহান তথা সারা দুনিয়ার সার্বিক অবস্থার ওপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।   সমাপ্ত